নগর সংবাদ

NAGAR SANGBAD

বর্ষ ৬ : সংখ্যা ২০
Vol. VI No. 20

এলজিইডির আওতাধীন আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) এর একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
A QUARTERLY UMSU PUBLICATION OF LGED

এপ্রিল-জুন ২০১০
April-June 2010

ভেতরের পাতায়

- **বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত**

  গত ৫ জুন পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য ছিলো "জীববৈচিত্র্যপূর্ণ একটি পৃথিবীই আমাদের স্বপ্ন।" দিবসটি পালন উপলক্ষে বিভিন্ন পৌরসভায় বৃক্ষরোপণ, বর্নাঢ্য র‍্যালি, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, ভেজাল বিরোধী অভিযান, আলোচনা সভা, মশক নিধন, খোলা ল্যাট্রিন চিহ্নিতকরণ ও অপসারণ অভিযান, শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। (বিস্তারিত ২য় পৃষ্ঠায়)

- **ইউপিপিআরপির গৃহহীন জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ কর্মশালা**

  গত ১০ মে এলজিইডির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় "রেজাল্ট অব ম্যাপিং হোমলেস এন্ড সেটেলমেন্টস ইন ইউপিপিআর টাউন্স এন্ড ইনেসিয়েটিং এ্যাকশনস্" শীর্ষক কর্মশালা। (বিস্তারিত ৫ম পৃষ্ঠায়)

- **ইউপিপিআরপি ও ইউনিসেফ এর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত**

  গত ১৩ মে এলজিইডি সদর দপ্তরে এলজিইডির নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের স্যানিটেশন, হাইজিন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত। (বিস্তারিত ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

- **গৌরীপুর পৌরসভায় কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স বিল উদ্বোধন**

  স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আরইউএমএসইউ ময়মনসিংহ অঞ্চল কর্তৃক গত ১৮ জুন গৌরীপুর পৌরসভা কার্যালয়ে টিএলসিসি পর্যালোচনা সভা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কম্পিউটারাইজেশন অব ট্যাক্স বিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির, এমপি। (বিস্তারিত ৭ম পৃষ্ঠায়)

জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ও ইউএন-হ্যাবিট্যাট এর নির্বাহী পরিচালক ডক্টর আনা কে. টিবাইজুকাকে এলজিইডির পক্ষ থেকে প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ক্রেস্ট প্রদান করেন।

এলজিইডিতে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল

জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ও ইউএন-হ্যাবিট্যাট এর নির্বাহী পরিচালক ডক্টর আনা কে. টিবাইজুকা বাংলাদেশ সফরকালে গত ২১ জুন ২০১০ তারিখে এলজিইডিতে আগমন করেন। এসময় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান তাকে অভ্যর্থনা জানান। এলজিইডির প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকগণের এক সমাবেশে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণকে একটি সরকারি সংস্থা তার কার্যক্রমের অন্যতম কৌশল হিসেবে বিবেচনা করছে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তিনি আরও বলেন, বিগত দশ বছর যাবত এলজিইডির সঙ্গে ইউএন-হ্যাবিট্যাট উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করার সুযোগ লাভ করেছে এবং এ সহযোগিতা জনগণের, বিশেষ করে নগরাঞ্চলের দরিদ্রজনগণের কল্যাণে কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেন, বিগত বছরগুলোতে এলজিইডির সঙ্গে ইউএন-হ্যাবিট্যাটের সহযোগিতা ছিল খুবই ফলপ্রসূ। এলজিইডি অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পুরকৌশলগত প্রয়াসের পাশাপাশি যেসব সামাজিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে তা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ঢাকাসহ অপরাপর ২৩টি শহরে দরিদ্র জনগণের কল্যাণে এলজিইডির ইউপিপিআর প্রকল্পের কর্মীরা যে একাগ্রতার সঙ্গে শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন সেজন্য তিনি তাদের প্রশংসা করেন।

স্বাগত বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন, এলজিইডির প্রকৌশলী ও কর্মচারীবৃন্দ জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে সম্মানিত বোধ করছেন। তিনি বলেন, সরকারি সংস্থা হিসেবে এলজিইডি ইউএনডিপি, ইউনেস্কো ও ইউএন-হ্যাবিট্যাটসহ আরও অনেক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সঙ্গে কাজ করছে। উন্নয়ন সহযোগীরা বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা ও দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এলজিইডি কেবল অবকাঠামো উন্নয়নের কাজই করছে না, সেইসঙ্গে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সুফলভোগীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এলজিইডির রয়েছে একটি স্বতন্ত্র জেন্ডার কৌশল ও জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা।

এলজিইডিতে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল সংক্ষিপ্ত অবস্থানকালে এলজিইডি ও ইউপিপিআরপি এর উন্নয়ন কার্যক্রমের ওপর দুটি পরিচিতিমূলক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন এলজিইডির প্রকল্প পরিচালক জনাব ইফতেখার আহমেদ ও ইউপিপিআরপির ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার রিচার্ড গিয়ার।

উল্লেখ্য, এলজিইডির নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প (ইউপিপিআরপি) নগরাঞ্চলে পরিবেশ ও আবাসনসহ অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউএন-হ্যাবিট্যাট এর কাছ থেকে প্রযুক্তিগত সহায়তা পাচ্ছে।

সম্পাদকীয়

সিআরডিপি ঃ আঞ্চলিক নগরায়নের মাধ্যমে নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়ন

বাংলাদেশ পৃথিবীর ছোট একটি দেশ। এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশী। মানুষ নানাবিধ কারণে শহরমুখি হয়ে নগরের জনসংখ্যা প্রতিনিয়তই বাড়িয়ে তুলছে। ফলে শহরগুলো আর বসবাস উপযোগী থাকছে না। বড় শহরগুলোর কাছাকাছি যেসব মাঝারী শহর রয়েছে অথবা এর আশেপাশে যেসব ক্ষুদ্র নগরাঞ্চল গড়ে উঠছে, সেগুলোতে নগর-সুবিধা বৃদ্ধি করতে পারলে বড় শহরের ওপর জনসংখ্যার চাপ কমে আসবে।

দ্রুত নগরায়ণের ফলে একটি মহানগরী ও তার চারপাশে অবস্থিত ক্ষুদ্র নগরসমূহ নিয়ে গঠিত হচ্ছে "শহর অঞ্চল" বা "সিটি রিজিওন"। এ ধরনের শহর অঞ্চলের উন্মেষ বর্তমানে একটি সুস্পষ্ট বাস্তবতা। বৃহত্তর এই শহর অঞ্চলের মধ্যে সমাবেশ ঘটছে শিল্পায়নের, যা জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। শহর অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ, ব্যবসা ও কর্মসংস্থানের সুযোগের প্রসার, শহরগুলোর মধ্যে সমন্বিত যাতায়াত ও অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি, অন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি এবং শহর অঞ্চলের অসমন্বিত ও অপরিকল্পিত বিস্তার রোধ করার উদ্দেশ্যে শহর অঞ্চল ভিত্তিক উন্নয়ন এখন সময়ের দাবি। এই প্রেক্ষাপটে রাজধানী ঢাকা ও শিল্পনগরী খুলনাকে কেন্দ্র করে সিটি রিজিওন ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প প্রণয়ন এলজিইডির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বড় শহরগুলোর ওপর থেকে জনসংখ্যার চাপ কমাতে এই পদক্ষেপ কার্যকরভাবে কাজ করবে বলে আশা করা যায়।

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে নগরের অবদান অনেক। এক্ষেত্রে বড় বড় শহর ও তৎসংলগ্ন মাঝারী শহরগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পিত আঞ্চলিক নগরায়ণ দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হবে। তাই এসব শহরগুলোর উন্নয়নে অঞ্চল ভিত্তিক (রিজিওনাল) লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

অঞ্চলভিত্তিক সিটি রিজিওন ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট শহর অঞ্চলের নাগরিকদের জন্য বর্ধিত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ব্যবসায়িক পরিবেশের উন্নয়ন, পৌরসেবার সহজলভ্যতা ও পৌরসভার সুশাসন ইত্যাদি সুফল অর্জনের জন্য ক্ষেত্র তৈরী করবে। আর এতে দীর্ঘ মেয়াদে সংশ্লিষ্ট শহর অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিকাশসহ উন্নতি হবে নাগরিকদের জীবনমানের।

জয়পুরহাট পৌরসভার সর্বস্তরের জনগণ বিশ্ব পরিবেশ দিবসের র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

পৌরসভার মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন কাজে জিআইএস প্রযুক্তির ব্যবহার

এলজিইডি'র জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জেলা পর্যায়ে ২৩টি পৌরসভার মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের সার্বিক কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চুয়াডাঙ্গা, নীলফামারী, মাগুরা, পটুয়াখালী ও নড়াইল পৌরসভার সার্ভে ম্যাপ প্রস্তুত ও রিপোর্ট প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। পৌরসভা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসের প্রতিনিধিবৃন্দ ১৬-২৬ মে মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে প্রস্তুতকৃত সার্ভে ম্যাপ ও রিপোর্ট যাচাই করেন। পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন। আধুনিক জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত সার্ভে ম্যাপে রাস্তা-ঘাট, নদ-নদী, বসতবাড়ি, বাণিজ্যিক ভবনসহ পৌরসভার সকল অবকাঠামোর সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করা হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত

গত ৫ জুন বিভিন্ন পৌরসভায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য ছিলো "জীববৈচিত্র্যপূর্ণ একটি পৃথিবীই আমাদের স্বপ্ন।" দিবসটি পালন উপলক্ষে বিভিন্ন পৌরসভায় বৃক্ষরোপণ, বর্ণাঢ্য র‍্যালি, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, ভেজাল বিরোধী অভিযান, আলোচনা সভা, মশক নিধন, খোলা ল্যাট্রিন চিহ্নিতকরণ ও অপসারণ অভিযান, শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরিবেশ বিপর্যয়ের বিভিন্ন বার্তা বহনকারী ব্যানার, ক্যাপ, প্লাকার্ড, ফেস্টুন, কাপড়ের ব্যাজ এবং ব্যান্ড পার্টির বাদ্য র‍্যালিগুলোকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। র‍্যালিগুলোতে পৌর এলাকার সর্বস্তরের জনগণ পরিবেশের বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে। মসজিদের ইমামদের অংশগ্রহণে পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতাবৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলরবৃন্দ, টিএলসিসি, ডব্লিউএলসিসি ও সিডিসির সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও পৌরসভার সাধারণ নাগরিকগণ এসব অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

ওপিআর মিশন বিভিন্ন পৌরসভায় প্রকল্পের প্রকৃত সুবিধাভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে।

মিশন

এডিবি রিভিউ মিশন ঃ ইডিডিআরপি

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে ৩ সদস্যের এডিবি রিভিউ মিশন গত ২১-৩০ এপ্রিল ইমারজেন্সি ডিজাস্টার ড্যামেজ রিহ্যাবিলিটেশন (সেক্টর) প্রজেক্ট, ২০০৭: পার্ট-সিঃ মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর কার্যক্রম পরিদর্শন করে। মিশনের অপর সদস্য হলেন এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের ইঞ্জিনিয়ারিং স্পেশালিষ্ট জনাব মোঃ আহমেদ নেওয়াজ এবং ফিনানসিয়াল স্পেশালিষ্ট জনাব চয়ন কুমার দাস। মিশন ফেণী, ফরিদপুর ও মাগুরা পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন পূর্তকাজ পরিদর্শন এবং পৌরসভার মেয়র ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করে। কাজের অগ্রগতিতে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে। মিশন প্রধান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের ওপর জোর দেন। পৌরসভা পরিদর্শনকালে মিশন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে এলাকার উন্নয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করে। এসময় ইডিডিআরপি এর প্রকল্প পরিচালক জনাব ফরাজী শাহাবউদ্দিন আহমেদ, উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব আতাউর রহমান খান, টিম লিডার মিঃ জান আহলান্দার, ডেপুটি টিম লিডার গাজী মোহাম্মদ মহসীন এবং মিউনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ার ও ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারগণ উপস্থিত ছিলেন।

এডিবি রিভিউ মিশন ঃ স্টিফ-২

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রধান জনাব জহিরউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে ৩ সদস্যের রিভিউ মিশন গত ১-১৫ এপ্রিল মাঝারী শহর সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্প-২ এর কার্যক্রম পরিদর্শন করে। মিশনের অপর সদস্যরা হলেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের সোশাল এন্ড জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্ট বেগম রোকেয়া খাতুন, প্রজেক্ট এ্যানালিস্ট জনাব লিয়াকত আলী খান। মিশন কুষ্টিয়া, রাজশাহী ও গাইবান্ধা পৌরসভা পরিদর্শন করে। এসময় স্টিফ-২ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন পূর্তকাজ পরিদর্শন করা হয়। পৌরসভাগুলো পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র, পৌরসভার কর্মকর্তা, এলজিইডি ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকতাবৃন্দের সঙ্গে মিশনের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিশন পরিদর্শনকৃত পৌরসভার নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে এবং এর অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে।

স্টিফ-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন, উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব হাসান কবির খসরু ও জনাব মোঃ শফিকুর রহমান মিশনের সঙ্গে পৌরসভা পরিদর্শন করেন। মিশন ১৪ এপ্রিল এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকের সঙ্গে মতবিনিময় করে। ১৫ এপ্রিল র‍্যাপআপ সভায় প্রকল্পের অগ্রগতি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সফলতা ও ভবিষ্যত করণীয় সর্ম্পকে আলোচনার মাধ্যমে মিশনের কার্যক্রম শেষ হয়।

এডিবি রিভিউ মিশন ঃ ইউজিপ-২

বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, কেএফডব্লিউ এবং জিটিজেড এর সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের দুটি পৌরসভা পর্যবেক্ষণ করে গেল এডিবি রিভিউ মিশন। গত ৬-১৭ জুন মিশন চলাকালীন সময়ে রংপুর ও মির্জাপুর পৌরসভায় চলমান ইউজিপ-২ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন নগর সুশাসনের বিভিন্ন কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করা হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের সিনিয়র প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন এডিবির সোশাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জেন্ডার অফিসার মিসেস ফেরদৌসী সুলতানা, এডিবি-বিআরএম এর অ্যাসিসটেন্ট প্রজেক্ট এনালিস্ট জনাব মোঃ শহিদুল আলম, কেএফডব্লিউ ঢাকা অফিসের পরিচালক ক্রিস্টফ ইজেনমেন, জিটিজেড এর প্রিন্সিপাল অ্যাডভাইজার আলেকজান্ডার ইয়াকনাউ, কেএফডব্লিউর সিনিয়র প্রজেক্ট ম্যানেজার জনাব হাবিবুর রহমান, ফ্রাঙ্কফুর্ট-এর সিনিয়র আরবান এক্সপার্ট ড. জানোস জাইমারম্যান এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট-এর কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এক্সপার্ট ওয়াহাইউ মিউলাইনা।

মিশনের উদ্দেশ্য ছিল নগর সুশাসন বিষয়ে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল যাচাই, নগর পরিচালন এবং পৌরসভার ভিশনিং অনুশীলন পর্যবেক্ষণ করা। মিশন রংপুর পৌরসভায় ভিশনিং অনুশীলন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে এবং মির্জাপুরে পৌরসভার পক্ষ থেকে অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা যারা তৈরি করেছেন সেসব টিএলসিসি, ডব্লিউএলসিসি ও সিবিও-এর সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করে। ইউজিপ-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল্লাহ্, উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান, জিটিজেড এর বিশেষজ্ঞ পরামর্শক জনাব মোঃ আব্দুল গফ্ফার ও জনাব মোঃ হামিদুল হক মিশনের সঙ্গে পৌরসভা পরিদর্শন করেন।

এডিবি রিভিউ মিশন ঃ ইউজিপ

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে ৩ সদস্যের এডিবি রিভিউ মিশন গত ৯-১৫ জুন ইউজিপের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং প্রকল্পভুক্ত দুটি পৌরসভার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করে। মিশনের অপর সদস্য হলেন এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব নুরুল হুদা ও প্রজেক্ট এনালিষ্ট মিস সাদনাজ খান। জয়পুরহাট ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন পূর্তকাজ ছাড়াও মিশন দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দরিদ্র এলাকায় এসআইসি/সিডিসি কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামোর কাজ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে। ইউজিপ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন এসময় উপস্থিত ছিলেন।

ইউকেএইড - ইউএনডিপি ওপিআর মিশনঃ ইউপিপিআরপি

প্রকল্পের অগ্রগতি দেখার জন্য তিন সদসস্যের ওপিআর (আউটপুট -টু- পারপাস রিভিউ) মিশন গত ১৫-২৭ মে পর্যন্ত ইউপিপিআর প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করে। মিশন গাজীপুর-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও ভূমি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এবং ইউকেএইড, ইউএনডিপি, আইএলওসহ অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতবিনিময় করে। মিশন প্রধান মিস স্যু ফিলিপ এর নেতৃত্বে অপর সদস্যরা হলেন দিশা ভিরাপানা এবং প্রফেসর সরওয়ার জাহান।

মিশন সদস্যগণ ইউপিপিআর প্রকল্পভুক্ত নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, সাভার ও গোপালগঞ্জ পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন কাজ পরিদর্শন করে। সেখানে তারা প্রকল্পের প্রকৃত সুবিধাভোগী এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে তাদের মতামত এবং বক্তব্য সংগ্রহ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহমেদ, আন্তর্জাতিক কর্মসূচি পরিচালক জনাব রিচার্ড গিয়ার, জাতীয় প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব আজহার আলী এবং বিভিন্ন শহরের ইউপিপিআরপির কর্মীগণ।

শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ হালিমুল হক মিরুর সাক্ষাৎকার

পৌরসভার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় মেয়রের দায়িত্ব পালন করছেন- এ বিষয়ে কিছু বলুন।

স্থানীয় সরকারে পৌরসভা শত বছরের নাগরিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। নগরবাসীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নাগরিক সেবা দেয়া পৌরসভার দায়িত্ব। ২০০৪ সালের ৭ জুন নির্বাচিত হয়ে আমি তৎকালিন চেয়ারম্যান হিসেবে শাহজাদপুর পৌরসভার দায়িত্ব গ্রহণ করি। দায়িত্ব গ্রহণকালে পৌরসভার বার্ষিক আয় ছিল ৪২.০০ লক্ষ টাকা। হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার ছিল মাত্র ১৭%। বর্তমানে যা উন্নিত হয়েছে ৯৬%এ। বলে রাখা দরকার, পৌরসভা এমন একটি প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানকে নিজে আয় করে ব্যয় নির্বাহ করতে হয়, যা শাহজাদপুর পৌরসভার মতো নবগঠিত একটি পৌরসভার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। আমি মনে করি নগর পরিচালনায় আন্তরিকতা, দক্ষতা, সততা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার কোনও বিকল্প নেই। শাহজাদপুর পৌরসভার জনগণ দায়িত্ব পালনে আমাকে সহায়তা দিয়েছেন, আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

ইউজিপ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পর এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে পৌরসভা ও পৌরবাসীর কী কী সুফল এসেছে ?

ইউজিপ প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পর পৌরসভার প্রশাসনিক দক্ষতা বেড়েছে, কাজে গতিশীলতা এসেছে, জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। নাগরিকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও তাদের মতামত গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া নাগরিক সুবিধার ক্ষেত্রে রাস্তা-ঘাট, ড্রেনসহ অন্যান্য নাগরিক সেবা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়াও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবারমান উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আপনি কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন?

টিএলসিসি, ডব্লিউএলসিসিসহ মোট ২৭টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির নিয়মিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নসহ প্রশাসনিক কাজে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়া সিটিজেন চার্টার স্থাপন পৌর সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রীতা কমিয়েছে। জনগণ জানতে পারছেন কোথায়, কতো সময়ে এবং কতো টাকা ব্যয়ে তিনি কাংখিত সেবা পেতে পারেন।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দরিদ্র জনগোষ্ঠির বিশাল ভূমিকা রয়েছে। তাদের জন্য পৌরসভা থেকে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

শাহজাদপুর পৌরসভা খুব বেশী দিনের প্রতিষ্ঠান নয়। মাত্র বিশ বছর আগে এই পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে প্রচুর দরিদ্র মানুষের বাস। পৌরসভার আয় এমন নয় যে সকল পৌরবাসীর সব ধরনের পরিসেবা দেয়া যায়। তবে দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে যাদের অবস্থা সঙ্গিন এমন ৯'শ দরিদ্র পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ইউজিপ প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী করার জন্য ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন, শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, ফুটপাত, ড্রেনেজ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলেও এ কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে নেয়া হবে।

জনাব মোঃ হালিমুল হক মিরু

আপনার মেয়াদকালে পৌরসভার আয় বেড়েছে। এজন্য কী পদক্ষেপ নিয়েছেন ?

২০০৪ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত পৌরসভার বার্ষিক আয় ৪২.০০ লক্ষ টাকা থেকে ১১৭.০০ লক্ষ টাকায় উন্নিত করতে সক্ষম হয়েছি। কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স বিল পদ্ধতি প্রবর্তণ ও ব্যাংকে বিল পরিশোধ, পৌরকর পরিশোধের ক্ষেত্রে টিএলসিসিতে আলোচনা, জনসচেতনতা মূলক প্রচারণা, উঠান বৈঠক, মহিলা কাউন্সিলরদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এ বিষয়ে তাগিদ দেয়া এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। ভবিষ্যতে আয় বাড়াতে পৌর মার্কেট, কমিউনিটি সেন্টার, বাস-ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

পৌরসভা উন্নয়নে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী ?

শাহজাদপুর পৌর এলাকা নিম্নাঞ্চল হওয়ায় প্রতিবছর বন্যায় রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করা অত্যন্ত জরুরী। বিনোদনের ব্যবস্থা না থাকায় খোনকারের জোলা সংস্কার করে জোলার দুইধারে সড়ক ও ফুটব্রীজ নির্মাণ, সবুজ বনায়ণ ও পার্কের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে। পৌর এলাকায় চাহিদানুযায়ী সড়কবাতির ব্যবস্থা করা, পাইপ লাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা, শিক্ষা খাতকে উৎসাহিত করার জন্য শিক্ষা বিষয়ক প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষায় মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে উৎসাহিত করার জন্য বাস্তবধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ, শাহজাদপুরের ঐতিহ্য মখদুম শাহ্‌দৌলার মাজার সংস্কার ও সম্প্রসারণ, রবীন্দ্র কুঠিবাড়ির সৌন্দর্যবর্ধন, কাপড়ের হাটে অবকাঠামোগত আরও সুযোগ সুবিধা প্রদান ও সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এজন্য দরকার প্রচুর অর্থের।

পৌরসভার সুশাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয় বিষয়ে আপনার মতামত দিন।

নিয়মিত এবং যথা সময়ে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, নির্বাচনে অংশগ্রহণে যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করা, পৌর প্রশাসন পরিচালনায় জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে মনে করি। এছাড়া নাগরিক সুবিধাবৃদ্ধি ও সেবা প্রদানের জন্য পৌরসভাকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেয়া, পৌর পুলিশ নিয়োগ এবং অন্যান্য বিষয়ে আরও ক্ষমতা দেয়া জরুরী। ■

বিদেশ সফর ঃ

গত ২৮ মে থেকে ১৬ জুন ২০১০ পর্যন্ত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ট্রেনিং কাম স্ট্যাডি অন আরবান এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট এন্ড এ্যাপলিকেশন অফ আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মালয়েশিয়া, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং দুবাই সফর করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব জনাব আঃ মালেক, উপ সচিব জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, মাহমুদা শারমিন বেনু, সিনিয়র সহকারী সচিব জুবায়দা নাসরিন, মন্ত্রী মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জনাব কাজী সেলিম খান, কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র জনাব আনোয়ার আলী, নওয়াপাড়া পৌরসভার মেয়র জনাব এনামুল হক বাবুল, রাঙামাটি পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, ভৈরব পৌরসভার মেয়র এ্যাডভোকেট ফখরুল আলম, নিলফামারী পৌরসভার মেয়র দেওয়ান কামাল আহমেদ, নলসিটি পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ মাসুদ খান, মাধবপুর পৌরসভার মেয়র জনাব শাহ্ মোঃ মুসলিম এবং এলজিইডির প্রকল্প পরিচালক জনাব মতিয়ার রহমান। ■

ইউপিপিআরপির কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। এসময় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মুহঃ আজিজুল হক ও প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালা ঃ

ইউপিপিআরপির গৃহহীন জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ বিষয়ক কর্মশালা ঃ

নগরের দরিদ্র গৃহহীন জনগোষ্ঠি নগরের অর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই অবদান সত্ত্বেও তারা তাদের নূন্যতম মৌলিক অধিকার থেকে চরমভাবে বঞ্চিত। এসব গৃহহীনদের সংখ্যা, অবস্থান এবং তাদের চাহিদাসমূহ নিরুপণের জন্য ইউপিপিআরপি প্রকল্পভুক্ত ২০টি শহরে একটি জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এরই ফলাফলের ভিত্তিতে ২০টি পৌরসভার মেয়র এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী করণীয় খুঁজে বের করার জন্য গত ১০ মে এলজিইডির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় "রেজাল্ট অব ম্যাপিং হোমলেস এন্ড সেটেলমেন্টস ইন ইউপিপিআর টাউন্স এন্ড ইনেসিয়েটিং এ্যাকশনস্" শীর্ষক কর্মশালা। ইউপিপিআরপি এই কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মুহঃ আজিজুল হক।

স্বাগত বক্তব্যে ইউপিপিআরপির প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহমেদ বলেন, ৩০টি পৌরসভায় প্রকল্পটি দারিদ্র হ্রাসকরণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে। ২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের শহরগুলোতে ২৩% লোক বাস করে, শহরের বসবাসরত লোকদের মধ্যে ৪৩% দরিদ্র, যাদের মধ্যে ২৩% লোক হতদরিদ্র।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে প্রকল্পের ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার রিচার্ড গিয়ার প্রকল্প সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারনা দেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন, এলজিইডির প্রকল্প ডিজাইনের সময় অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থানকে প্রাধান্য দিয়ে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। এতে সরকারের দারিদ্র হ্রাসকরণ কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটে। গৃহহীনদের সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচি গ্রহণের পরামর্শ দেন।

সিটি রিজিওন ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কর্মশালা ঃ

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় নগরাঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তুতিমূলক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের জন্য স্টেকহোল্ডারদের দিনব্যাপী এক কর্মশালা গত ২১ এপ্রিল এলজিইডি সদর দপ্তরে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব নাজমুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের টিম লিডার মিঃ কীথ পেরী, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব নুরুল হুদা এবং নগর অর্থনীতিবিদ মিঃ মাসায়ুকি তাচিরি।

উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন, প্রকল্পটি বর্তমানে ডিজাইন পর্যায়ে রয়েছে। বাস্তবায়ন পর্যায়ে যাবতীয় চাহিদার সঙ্গে প্রকল্পের ডিজাইন যাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সে জন্য কর্মশালায় উপস্থিত সবার সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এর আগে টিম লিডার মিঃ কীথ পেরী তার বক্তব্যে বলেন, নগরাঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পটি হবে চিত্তাকর্ষক ও লড়াকু প্রকৃতির। উদ্বোধনী অধিবেশনে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পক্ষে জনাব নুরুল হুদা ও নগর অর্থনীতিবিদ মিঃ মাসায়ুকি তাচিরি বক্তব্য রাখেন। শুরুতে নগরাঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন কর্মশালায় আগত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানান।

নড়াইল পৌরসভার টিএলসিসি সদস্যদের কর্মশালা ঃ

রিজিওনাল আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট ফরিদপুর অঞ্চল কর্তৃক গত ৩১ মে নড়াইল পৌরসভায় টিএলসিসির সদস্যদের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন বিশ্বাস। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউএমএসইউ এর উপ পরিচালক জনাব আবু বক্কর বিশ্বাস, এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ) জনাব নির্মল কুমার বিশ্বাস এবং রিজিওনাল আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের সহকারী পরিচালক জনাবা মোসাঃ শাহীনা বেগম। একটি আধুনিক ও ডিজিটাল পৌরসভা গড়ার স্বপ্নকে সামনে রেখে কর্মশালায় উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন বিশ্বাস। দিনব্যাপি এই কর্মশালায় টিএলসিসির পরিধি, সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্য, পৌরসভা এবং আরএমএসইউ এর ভূমিকা এবং টিএলসিসির কর্মকাণ্ড বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়।

ঝালকাঠী পৌরসভায় জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্মশালা ঃ

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিপ-২) এর আওতায় গত ২৩ মে ঝালকাঠী পৌরসভায় জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের সহায়তায় অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেন্ডার কমিটির সভাপতি ও মহিলা কাউন্সিলর ফরিদা ইয়াসমিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার মেয়র জনাব আব্দুল হালিম গাজী, প্রকল্পের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন। সভায় একটি বাস্তবসম্মত জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের আশা ব্যক্ত করে পৌরসভার মেয়র জনাব আব্দুল হালিম গাজী তার বক্তব্য রাখেন। ■

প্রশিক্ষণ ঃ

পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এপ্রিল থেকে জুন ২০১০ পর্যন্ত তিন মাসে এমএসইউর আয়োজনে এলজিইডি সদর দপ্তরে তিনটি কোর্সে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, ডব্লিউএসি-১ এবং নন মটরাইজড ভেইকেল লাইসেন্স সফটওয়ার প্রশিক্ষণ। আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের পরিচালক জনাব মুহঃ আজিজুল হক প্রশিক্ষণগুলোর উদ্বোধন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন সিএমএসইউর উপ-পরিচালক জনাব আসাদুল হক, মোঃ আফজাল হোসেন এবং ইউএমএসইউর উপ-পরিচালক মোঃ আবু বকর বিশ্বাস।

অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ঃ পৌরসভার কার্য-সহকারীদের সাতটি ব্যাচে "মেইনটেনেন্স অব কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কস" শীর্ষক প্রশিক্ষণে ১৬২টি পৌরসভার কার্য-সহকারীগণ অংশ নেন।

ডব্লিউএসি-১ শীর্ষক প্রশিক্ষণ ঃ ১০৮টি পৌরসভার কার্য-সহকারীগণ চার ব্যাচে "ওয়ার্ক এ্যাসিস্টেন্ট ট্রেনিং অন কংক্রিট-১" শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

নন মটরাইজড ভেইকেল লাইসেন্স সফটওয়ার ঃ নন মটরাইজড ভেইকেল লাইসেন্স সফটওয়ার শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশ নেন ইউএমএসইউ এবং এমএসইউ এর সহকারী পরিচালক ও পরামর্শকগণ। ইউএমএসইউর পরিচালক জনাব মুহঃ আজিজুল হক প্রশিক্ষণশেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন। ■

এলজিইডির ইউপিপিআর এবং জিওবি-ইউনিসেফ প্রকল্পের আওতায় একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইউপিপিআরপির প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহমেদ এবং জিওবি-ইউনিসেফ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নরুল ইসলাম খান নিজ নিজ প্রকল্পের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এসময় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

ইউপিপিআরপি ও ইউনিসেফ এর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত

গত ১৩ মে এলজিইডি সদর দপ্তরে এলজিইডির নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প (ইউপিপিআর) এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের স্যানিটেশন, হাইজিন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ইউপিপিআরপির প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহমেদ এবং জিওবি-ইউনিসেফ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম খান নিজ নিজ প্রকল্পের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এসময় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এলজিইডির মাধ্যমে পরিচালিত ইউপিপিআর প্রকল্প ইউএনডিপি এবং ইউকে-এইডের আর্থিক সহায়তায় ৩০টি শহরে বসবাসরত ৩০ লক্ষ দরিদ্র জনগণের বিশেষ করে হতদরিদ্র মহিলা এবং কিশোরীদের জীবনযাত্রা ও বাসস্থানের মানোন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। অপরদিকে ডিএফআইডি ও ইউনিসেফের সহায়তায় স্যানিটেশন, হাইজিন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্পটি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ইউপিপিআরপির প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহমেদ জানান, উভয় প্রকল্পই রংপুর এবং সিরাজগঞ্জ পৌরসভায় একই সঙ্গে কাজ করে আসছে। বিষয়টি নিয়ে দুটো প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনা হয় এবং উভয় পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল গত নভেম্বরে রংপুর পৌরসভায় দুটি প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করে।

প্রকল্প এলাকায় একই ধরনের কাজের দ্বৈততা এড়াতে, কাজের ফলাফল বাড়াতে এবং জনগণের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করতে দুটি প্রকল্পের একযোগে কাজ করা প্রয়োজন মর্মে পরিদর্শন দলের সুপারিশের ভিত্তিতে এই সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

জিওবি-ইউনিসেফ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম খান জানান, এই সমঝোতার মাধ্যমে দুটি প্রকল্পের ভাল কাজের চর্চা আরও বাড়বে, যেমন কমিউনিটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন, নিরাপদ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যভ্যাস ইত্যাদি এবং এই কাজগুলো আরও বৃহৎ পরিসরে বিস্তার লাভ করার সুযোগ পাবে। এর ফলে জিওবি-ইউনিসেফ-এর কর্মপরিধি রংপুর এলাকায় ৮৬০০ পরিবার ছাড়িয়ে ২২ হাজারে এবং সিরাজগঞ্জ এলাকায় ৭৯০৬ থেকে ২৮ হাজারে উন্নীত হবে।

সভা ঃ

মাদারীপুর পৌরসভায় টিএলসিসির সভা

গত ১৮ এপ্রিল মাদারীপুর পৌরসভার টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরসভার মেয়র চৌধুরী নুরুল আলম বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের সিনিয়র প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাঝারী শহর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সৈয়দ শাহবাজ হোসেন, উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম।

সভায় মেয়র চৌধুরী নুরুল আলম বাবু এডিবি ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় চলমান কাজের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেন। এডিবি, বিশ্ব ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ভবিষ্যতে এলজিইডি ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের যে সব প্রকল্প আসবে সেগুলোতে মাদারীপুর পৌরসভা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং উন্নততর পারফরমেন্স দিয়ে টিকে থাকতে পারবে মর্মে তিনি আশা প্রকাশ করেন। মেয়র এসময় মাদারীপুর পৌরসভায় একটি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন ও স্বয়ংক্রিয় জেনারেটরসহ ৫টি পাম্প হাউজ স্থাপনের দাবী জানান।

বিশেষ অতিথি এডিবি বিআরএমএর সিনিয়র প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম বলেন, শুধু শর্ত পালনে সচেষ্ট হলেই হবে না, পৌর এলাকার জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে তাদের চাহিদা পূরণে পৌরসভার কর্মকর্তাদের সচেষ্ট থাকতে হবে, যেন যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে এই পৌরসভা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। প্রকল্প পরিচালক সৈয়দ শাহবাজ হোসেন তার বক্তব্যে টিএলসিসির প্রতিটি সভায় সদস্যগণের উপস্থিতি কামনা করেন। এছাড়া তিনি মাদারীপুর পৌরসভায় সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য একটি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপনের আশ্বাস দেন।

সভায় টেকসই উন্নয়ন, জন-অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন এবং সুস্থ সামাজিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য টিএলসিসিকে গতিশীল রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

ইউজিপ-২ এর কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন বিষয়ক সভা ঃ

গত ৮ জুন স্থানীয় সরকার বিভাগে ইউজিপ-২ প্রকল্পের নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কার্যক্রমের (ইউজিআপ) বিভিন্ন কর্মতৎপরতা বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় প্রকল্পভুক্ত ৩৫টি পৌরসভার কর্মতৎপরতা এবং কর্মসম্পাদনের মাপকাঠির ভিত্তিতে তৈরী প্রতিবেদনের ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মনজুর হোসেন। সভাপতির বক্তব্যে তিনি যেসব পৌরসভা ইউজিআপ বাস্তবায়নে পিছিয়ে আছে সে সব পৌরসভায় এর অগ্রগতি বাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রথম শ্রেণীর পৌরসভাগুলোতে নগর পরিকল্পনাবিদ নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মুহঃ আজিজুল হক, প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল্লাহ, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের সিনিয়র প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান, কেএফডব্লিউ এর প্রতিনিধি জনাব হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভায় টিএলসিসি সদস্যদের পর্যালোচনা সভা ঃ

রিজিওনাল আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট কুমিল্লা অঞ্চল কর্তৃক ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভায় গত ১৯ মে টিএলসিসি সদস্যদের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার মেয়র জনাব হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল হাসান এবং আরএমএসইউ কুমিল্লা অঞ্চলের টিম লিডার জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন। সভাপতির বক্তব্যে মেয়র বিগত সভাগুলোর সুপারিশের ভিত্তিতে যে অগ্রগতি হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরকে একটি আদর্শ পৌরসভা হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

গৌরীপুর পৌরসভায় কম্পিউটারাইজেশন অব ট্যাক্স বিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির, এমপি।

গৌরীপুর পৌরসভায় কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স বিল পদ্ধতির উদ্বোধন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন রিজিওনাল আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট (আরইউএমএসইউ) ময়মনসিংহ অঞ্চল কর্তৃক গত ১৮ জুন গৌরীপুর পৌরসভা কার্যালয়ে টিএলসিসি পর্যালোচনা সভা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কম্পিউটারাইজেশন অব ট্যাক্স বিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

গৌরীপুর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম হবির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির ময়মনসিংহ অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুর রহমান প্রামানিক, গৌরীপুর সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব আলী আহাম্মদ খান পাঠান সেলভী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন, ময়মনসিংহ জেলার এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সর্বক্ষেত্রে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি চালু করা হবে। এরই অংশ হিসেবে গৌরীপুর পৌরসভায় এ কার্যক্রম চালু করা হলো। প্রধান অতিথি তিনজন গ্রাহককে কম্পিউটারইজড বিল প্রদানের মাধ্যমে গৌরীপুর পৌরসভার কম্পিউটার পদ্ধতিতে পৌরকরের শুভ উদ্বোধন করেন। পরে টিএলসিসির সদস্যগণ এক মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন।

হবিগঞ্জের মুড়ি ব্যবসায়ী ইতিকুরির নতুন পথচলা

পাঁচ সন্তানের জননী হবিগঞ্জ পৌরসভার ইতিকুরি (৪২) স্বামীহারা হন ২০০৮ সালে। স্বামীর মৃত্যুর পর তার মুড়ির ব্যবসা এক সময় বন্ধ হয়ে যায়। দিশেহারা ইতিকুরি কী করবেন, কোথায় যাবেন? কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ান দ্বারে দ্বারে। অনেকেই তার অসহায়ত্বে সমবেদনা জানালেও সাহায্যের হাত বাড়ায়নি কেউ। এগিয়ে আসেনি বেঁচে থাকার পথ দেখাতে। উপায়ান্তর না দেখে সন্তানদের স্কুল ছাড়াতে বাধ্য হন। এক-আধবেলা খেয়ে দিন যায়। ঠিক এমনই সময় নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের কার্যক্রম দেখে আশার সঞ্চার হয় বুকে। মেয়েকে ভর্তি করান দানিয়ালপুর সিডিসির সঞ্চয়ী দলের সদস্য করে।

তার এ অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করে ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে দানিয়ালপুর সিডিসি তাকে ব্লক গ্রান্টের জন্য মনোনীত করে পাঁচ হাজার টাকা অনুদান দেয়। ইতিকুরি জানেন এটিই তার বেঁচে থাকার শেষ সম্বল। ব্যবসা পরিচালনার নিয়ম কানুন জেনে এবছর জানুয়ারি মাসে ব্যবসার কাজ শুরু করেন। নিজে বাজার থেকে চাল কিনে মুড়ি তৈরী করেন। বিক্রি করেন খুচরা ও পাইকারী বাজারে।

এভাবে আস্তে আস্তে দাঁড়াতে শুরু করেন ইতিকুরি। বর্তমানে দু-আড়াই হাজার টাকা সঞ্চয় করছেন মাসিক ভিত্তিতে। সন্তানেরা আবার হয়েছে স্কুলমুখো। কাজে সহযোগিতার জন্য মেয়ের পরিবর্তে সঙ্গে নিয়েছেন একজন দুঃস্থ মহিলাকে। অনেকেই তাকে এখন সমীহ করে। হবিগঞ্জ পৌরসভার ইতিকুরি মনে করেন, সিডিসির ব্লক গ্রান্ট তার জীবনে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে, অনেক অসহায় নারী-পুরুষকে বাঁচার পথ দেখিয়েছে।

আইএমইডির মহাপরিচালকের ইডিডিআরপি এর কাজ পরিদর্শন

বাস্তবায়ন, পরিবিক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক গত ৯ এপ্রিল গাজীপুর পৌরসভায় চলমান ইমারজেন্সি ডিজাস্টার ড্যামেজ রিহ্যাবিলিটেশন (সেক্টর) প্রজেক্ট, ২০০৭; পার্ট-সিঃ মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন পূর্তকাজ পরিদর্শন এবং পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মেয়র জনাব আঃ করিম ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করেন। কাজের অগ্রগতিতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। এসময় ইডিডিআরপির উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আতাউর রহমান খান, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি টিম লিডার গাজী মোঃ মহসিন উপস্থিত ছিলেন।

এলজিইডির অতিঃ প্রধান প্রকৌশলীর মণিরামপুর ও মংলা পৌরসভা পরিদর্শন

পৌর মেয়র এ্যাডভোকেট শহীদ মোঃ ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গত ২৭ এপ্রিল মণিরামপুর পৌরসভায় নগর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডি, যশোরের নির্বাহী প্রকৌশলী খলিফা মোঃ আবুল কালাম আজাদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মোঃ নাজমুল হাসান টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে জনগণের অংশগ্রহণে পৌর কর্মকাণ্ড পরিচালনার পরামর্শ দেন। এসময় তিনি পৌরসভা উন্নয়ন কাজে কারিগরী সহায়তা দেয়ার জন্য যশোর জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীকে অনুরোধ জানান।

এর আগে গত ২৬ এপ্রিল অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মংলা পৌরসভায় অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন মংলা পৌরসভার মেয়র মোল্লা আব্দুল জলিল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মংলা সদর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ইদ্রিস আলী ইজারাদার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ সাইদুর রহমান। সভাশেষে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মংলা নদীর ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন।

মণিরামপুর পৌরসভার মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান।

চাঁদপুর পৌরসভা ভিশনিং কার্যক্রম অনুষ্ঠানে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমানকে শুভেচ্ছা জানান পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ নাসির আহম্মদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউজিপ-২'র প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল্লাহ।

ইউজিপ-২'র পৌরসভা ভিশনিং

গত ১৫ জুন ২০১০ ভোলা পৌরসভার মধ্যদিয়ে প্রকল্পভুক্ত সবকটি পৌরসভায় হয়ে গেল ইউজিপ-২ এর আড়ম্বরপূর্ণ 'পৌরসভা ভিশনিং' কার্যক্রম। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি শ্রীপুর পৌরসভার 'পৌরসভা ভিশনিং' অনুশীলন কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব এ্যাডভোকেট মোঃ রহমত আলী, এমপি।

বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, কেএফডব্লিউ, এবং জিটিজেড এর সহায়তায় পরিচালিত দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের এই ভিশনিং কার্যক্রমে আঁকা হয় প্রত্যেকটি পৌরসভার ভাবিষ্যৎ রূপকল্প। কাউন্সিলরসহ সিবিও সদস্যরা এই ভিশনিং কার্যক্রমে অংশ নেন এবং নিজেদের পৌরসভা নিজেদের মতো করে সাজানোর পরিকল্পনা করেন। কার্যক্রমটি এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক সারা ফেলে। স্থানীয় ও বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমে এই কর্মসূচির খবর গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারিত হয়।

কক্সবাজার পৌরসভা ভিশনিং ঃ

গত ৩০ মে কক্সবাজার পৌরসভার মেয়র জনাব সরোয়ার কামালের সভাপতিত্বে পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ভিশনিং কার্যক্রমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মনজুর হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন আহমেদ এবং ইউজিপ-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল্লাহ।

'সরকারের বরাদ্দের ওপর ভরসা না করে একটা পৌরসভা যখন তার নিজের আয় বাড়াতে শুরু করবে তখন থেকেই পৌরসভার প্রকৃত উন্নয়নের সূচনা হবে'–প্রধান অতিথির বক্তব্যে কথাগুলো বলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব মনজুর হোসেন। তিনি আরও বলেন, 'কক্সবাজার এদিক থেকে অনেক ভাগ্যবান, সবারই সজাগ দৃষ্টি কক্সবাজারের দিকে। পর্যটন নগরী হিসেবেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। ইউজিপ-২ এর আওতায় সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করে যদি কক্সবাজার উন্নয়নের রূপকল্প কিছুটা দাঁড় করানো যায় তাহলেও বড় একটা কাজ হবে।'

বিশেষ অতিথিরাও কক্সবাজারের উন্নয়নে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততার প্রতি বিশেষ জোর দেন। কক্সবাজার পৌরসভা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে কাউন্সিলরসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ কক্সবাজার নিয়ে তাদের স্বপ্নের কথা তুলে ধরেন এবং পৌরসভার উন্নয়নের লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ কারার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন।

চাঁদপুর পৌরসভা ভিশনিং ঃ

চাঁদপুর পৌরসভার প্রতি আমার একটা দূর্বলতা আছে। আমি চাই অন্যান্য পৌরসভার মতো এ পৌরসভাটি আধুনিক সাজে সেজে উঠুক-প্রধান অতিথির বক্তব্যে কথাগুলো বলেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। তারই উপস্থিতিতে গত ৫ জুন চাঁদপুর ক্লাব মিলনায়তনে হয়ে গেল চাঁদপুর পৌরসভা ভিশনিং কার্যক্রম। পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ নাসির আহম্মদের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল্লাহ।

আজকে আমরা খুবই আনন্দিত এই জন্য যে, আজকের ভিশনিং কার্যক্রমে দলমত নির্বিশেষে সবাই উপস্থিত হয়েছেন। এটা সত্যিই খুব বিরল-বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এভাবেই চাঁদপুরবাসীর প্রশংসা করেন বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ নুরুল্লাহ। তিনি আরও বলেন, চাঁদপুর পৌরসভার উন্নয়ন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

অনুষ্ঠানে কাউন্সিলরসহ প্রধান রাজনৈতিকদলের নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ চাঁদপুরের উন্নয়নে তাদের পরিকল্পনা ও চাওয়া-পাওয়ার কথা ব্যক্ত করেন।

কলাপড়া ও বরগুনা পৌরসভায় ভিশনিং কর্মশালা ঃ

গত ২৬ মে কলাপাড়া পৌরসভায় পৌরসভায় ভিশনিং অনুশীলন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ হুমায়ন শিকদার। এর আগে গত ২৫ মে বরগুনা পৌরসভার মেয়র এ্যাডভোকেট মোঃ শাহজাহানের সভাপতিত্বে পৌর ভিশনিং অনুশীলন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাগুলোতে পৌর এলাকার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধি এবং প্রকল্পসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী কর্মশালার শেষভাগে পৌরসভার ভিশন উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিতে তা অনুমোদিত করা হয়।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী রেকর্ড সংখ্যক ভোটে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত

জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কম্যান্ড কাউন্সিল ২০১০ এর নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় গত ২৬ জুন ২০১০। ১৯৭১ সালে সংঘটিত স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন এটি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এবারই প্রথম তৃণমূল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পেলেন। এ নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ছিল ১,৬২,৩৫৫ জন। নির্বাচনে স্বতন্ত্র তিনটি পূর্ণ প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্যানেলগুলো হলো- আহাদ-মহিউদ্দিন প্যানেল, গামা-সালাহউদ্দিন প্যানেল ও হেলাল-মতিন প্যানেল। সংসদের চেয়ারম্যান পদের জন্য দশজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মেজর জেনারেল (অব.) হেলাল মোরশেদ খান, বীর বিক্রম ৪১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ প্যানেলের নেতৃত্বদানকারী প্রার্থী হিসেবে ৫৪,৪১২ ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান হেলাল-মতিন প্যানেল থেকে টেলিভিশন প্রতীক নিয়ে রেকর্ড সংখ্যক ৬২,৩৮৪ ভোট পেয়ে ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।

জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নে কৃতত্বিপূর্ণ অবদান রাখার কারণে বেশ কয়েকবার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বার্ষিক সম্মাননা পুরস্কার লাভ করেন। আমেরিকান সোসাইটি অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্সের সদস্য, ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশের ফেলো এবং আই ই বি ঢাকার কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বিবিধ সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সম্পাদক : মুহঃ আজিজুল হক, পরিচালক UMSU, আরডিইসি (লেভেল - ৭), এলজিইডি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৮১৫৯৩৭৯
সম্পাদক কর্তৃক UMSU'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত।